দমদম মতিঝিল রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের

বাংলা বিভাগ ও ইতিহাস বিভাগের যৌথ উদ্যোগে

শিক্ষামূলক ভ্রমণ : ২০২৩

তারিখ : ০৪/০১/২০২৩

২০২৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের ৪ তারিখে দমদম মতিঝিল রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ ও ইতিহাস বিভাগের যৌথ উদ্যোগে একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন করেছিলাম । ভ্রমণের স্থান নির্বাচন করা হয়েছিল-কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের বাসস্থান দেবানন্দপুর। এছাড়াও আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্থান ভ্রমণের স্থান হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল ; সেগুলি হল-চন্দননগর সংগ্রহ শালা, ইমামবাড়া,হংসেশ্বরী মন্দির ও ব্যান্ডেল চার্চ ।

বাংলা বিভাগের সাম্মানিক স্তরের ১২ জন ছাত্র-ছাত্রী সহ বিভাগের ৪ জন অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এই শিক্ষামূলক ভ্রমণে অংশগ্রহণ করেছিলেন । ভ্রমণের দিন সকাল ৮ টার সময় মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমণের যাত্রা শুরু হয় এবং সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ মহাবিদ্যালয়ে পৌছানোরমধ্য দিয়ে যাত্রা শেষ হয়। এই শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল শ্রেণিকক্ষের পঠন-পাঠনের বাইরে ছাত্রছাত্রীদের হাতে কলমেশিক্ষাদান করা । আর সেইজন্য এই ভ্রমণের স্থান হিসেবে আমরা বেছে নিয়েছিলাম কথাশিল্পী শরৎ- চন্দ্রের বাসস্থান দেবানন্দপুর। বাংলা সাহিত্যের ছাত্রছাত্রী হিসাবে আমাদের সকলের-ই কৌতূহল আছেকথাশিল্পীর বাসস্থান , তাঁর লেখার জায়গা সমস্ত কিছু চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করার । কথাশিল্পীর বাসস্থান ও তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে তাঁর নামাঙ্কিত পাঠাগার দেখে ছাত্রছাত্রীরা সমৃদ্ধ হয়েছে ।

দেবানন্দপুরে কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাসভবনের সম্মুখে দণ্ডায়মান বিভাগীয় অধ্যাপক- অধ্যাপিকাগণ ।

দেবানন্দপুর ভ্রমণের পর আমরা হুগলি জেলার ঐতিহ্যমন্ডিত হংসেশ্বরী মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা দিই । সেই মন্দিরের টেরাকোটার কাজ আমাদেরকে বিস্মিত করে । মন্দিরের পৌরাণিক ঐতিহ্য ছাত্রছাত্রীদের মুগ্ধ করেছে । তারপরেই ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে রওনা হয়ে যাই ইমামবাড়ার উদ্দেশ্যে । বিখ্যাত মানবতাবাদীদানবীর হাজী মহম্মদ মহসিনের স্মৃতিতে নির্মিত এই ইমামবাড়া ১৮৪১ সালে স্থাপিত হয় । এই ভবনটির প্রবেশ দ্বারের উপরে দীর্ঘ ঘড়ির টাওয়ার । মসজিদের দেওয়ালে খোদাই করা কোরাণের জটিল নকশা এবংপাঠ্য থেকে ছাত্র ছাত্রীরা অনেক ঋদ্ধ হয়েছে, পাশাপাশি তাদের জ্ঞানের ভান্ডার ও বিকশিত হয়েছে । সবশেষে আমরা পৌঁছে যাই ফরাসীদের প্রাচীন বাণিজ্যিক ঘাঁটি চন্দননগরে । এখানকার সংগ্রহশালায়দেখতে পাই প্রাচীন ভারতের নানান মূল্যবান জিনিসপত্র ।ছাত্রছাত্রীরা বইয়ের পাতায় যে সকল বিষয়বস্তুপড়েছিল, সেইসব বিষয়গুলি চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করতে পেরে সকলে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছে ।

সর্বোপরি এই শিক্ষামূলক ভ্রমণ ছাত্র ছাত্রীদের সাহিত্য পাঠে আরও উৎসাহী করেছে । বিষয়ের প্রতিতাদের নিষ্ঠা ও একাগ্রতা তৈরি হয়েছে । শ্রেণিকক্ষের নিত্য-নৈমিত্তিক পঠন-পাঠনের বাইরে গিয়ে তারাপ্রত্যক্ষ ভাবে হাতে কলমে বিষয় কে উপলব্ধি করতে পেরেছে, যা আমাদের এই শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্যকে সার্বিক ভাবে সফল করেছে ।

ইমামবাড়া

ইমামবাড়ায় বাংলা বিভাগ ও ইতিহাস বিভাগের সকল অধ্যাপক- অধ্যাপিকা ।

শিক্ষামূলক ভ্রমণে বাংলা বিভাগের সকল ছাত্রছাত্রী

ব্যান্ডেল চার্চ

বাহ্যিক চিত্র

গীর্জার ভিতর:

শান্তস্নিগ্ধ পরিবেশ